প্রতিবন্ধীদের মধ্যে হুইল চেয়ার বিতরণ আনুষ্ঠানে তৎকালীন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ

অনুষ্ঠিত হয়। তিনি 'মুক্তা' নামক একটি মিনারেল ওয়াটারেরও প্রবর্তন করেন- যা প্রতিবন্ধীদের দ্বারা প্রস্তুত এবং বাজারজাত হয়। তিনি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরে নিঃস্ব ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে সামনে এগিয়ে আনার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে সুদমুক্ত ঋণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন। এর ফলে গ্রামের অভাবী মানুষ সুদ খোর মহাজন এবং বেসরকারি সংস্থার হাত থেকে মুক্ত হয়ে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে ঋণ নিতে শুরু করে। এই উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের নাম তখন বিশ্ব দরবারে ভিন্নভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়।

শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ২০টিরও বেশি দেশে ভ্রমণ করেছেন। এই সব দেশে তিনি গণ্যমান্য, প্রভাবশালী, সরকারের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তাঁর ভ্রমণ করা উল্লেখযোগ্য দেশের মধ্যে রয়েছে সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমীরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, জাপান, থাইল্যান্ড এবং তুরস্ক।

আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ১৯৭৩ সালে বেগম তামান্না-ই-জাহানকে বিবাহ করেন। তামান্না-ই-জাহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা মহানগরী মহিলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি এবং কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ এবং তামান্না-ই-জাহানের ৩ পুত্র এবং এক মেয়ে।

শহীদ আলী আহসান মোঃ মুজাহিদের বিরুদ্ধে আনীত তথাকথিত মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলার নানা অসংগতি

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে মৃত্যুদণ্ড দেয় আদালত। ডিফেন্স আইনজীবীগণ মামলার নানা অসঙ্গতি ট্রাইব্যুনাল ও আপিল বিভাগে সার্থকভাবেই উপস্থাপন করেন।

আসুন এক নজরে শহীদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তার অসংগতিগুলো দেখে নিই :

বুদ্ধিজীবী হত্যার অভিযোগের সমর্থনে রাষ্ট্রপক্ষ দুইজন সাক্ষী হাজির করে- রুস্তম আলী মোল্লা ও জহির উদ্দিন জালাল। ১৯৭১ সালে রুস্তম আলী মোল্লার বয়স ছিল ১৪ বছর এবং জহির উদ্দিন জালালের বয়স ছিল ১৩ বছর। রুস্তম আলী মোল্লা নিজেকে এই ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে দাবি করলেও ***তার সাক্ষ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বিদ্যমান। আর জহিরউদ্দিন জালাল একজন শোনা সাক্ষী।***

রুস্তম আলী মোল্লা শহীদ মুজাহিদকে আর্মি অফিসারের সাথে ষড়যন্ত্র এবং পরিকল্পনা করতে দেখেনি। সে দাবি করেছে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৩/৪